সংবাদ

তারিখ 21 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দূর শিক্ষণ : বাউবির এক যুগান্তকারী উদ্যোগ

মেজবাহ উদ্দিন তুহিন

দূর শিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুস্থদের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা সেবা প্রদান ও সর্বজন জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে, আজ থেকে একুশ বছর আগে ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর জাতীয় সংসদের এক অনুমোদিত আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের শ্রম আর সাধনার ফসল আজকের বাউবি। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন জনশিক্ষা পরিচালক দূরশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তখন থেকেই এদেশে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির সূচনা ঘটে। বাংলাদেশের দূরশিক্ষণ ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৫৭ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত অথচ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এডুকেশনাল রিফর্মস কমিশন পরীক্ষামূলকভাবে করেসপন্ডেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। সে বছর বেতার সম্প্রচার থেকে পাঠ গ্রহণের জন্য শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০০টি রেডিও সেট বিতরণ করা হয়। এই ইতিহাসের সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় অডিও ভিজ্যুয়াল সেল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে এই সেলকে অডিও ভিজ্যুয়াল শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। ১৯৭৮-৮০ সালে স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম নামে একটি সারথি প্রকল্প (পাইলট প্রকল্প) গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালে ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম এবং পূর্বের অডিও ভিজ্যুয়াল শিক্ষা কেন্দ্রকে একত্রিত করে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন মিডিয়া টেকনোলজি (NIEMT) গঠন করা হয়। ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইডি)। পূর্বের NIEMT কে বাইডের সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ১৯৮৮ সনে ব্রিটিশ ওভারসিজ ডেভলপমেন্ট এজেন্সির সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সফর করে। ১৯৮৯ এর মার্চ মাসে এই প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ সময়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাউবি প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়। বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশে দূরশিক্ষণ পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব লাভ করে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বাউবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুযোগ ঘটেছে বাউবি প্রতিষ্ঠার ফলে। সময় ও সুযোগের অভাবে যারা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারেননি বা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের উপযোগী করে তৈরি করেছে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বপর্যায়ে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাকে গণমুখীকরণের লক্ষ্যে বাউবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারায় এগিয়ে চলছে বাউবির নানামুখী কর্মকাণ্ড। সমাজের সব পর্যায়ের মানুষ, নর-নারী, পূরবধূ, বেকার যুবক-যুবতী, কর্মজীবী ও শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষা লাভে আগ্রহী বিভিন্ন পেশার নিবেদিত জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে হাতের নাগালে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি আরও নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। ঘরের কাছ থেকে মানুষ যাতে বাউবির সেবা পেতে পারে সে জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে আঞ্চলিক ও স্থানীয়কেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের, বাধা বিবেচনা করে সারাদেশে রয়েছে বিভিন্ন প্রোগ্রামের স্টাডি সেন্টার ও পরীক্ষা কেন্দ্র। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য লাইব্রেরি সুবিধা। বাউবির মূল ক্যাম্পাসের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনলাইন সংযোগ রয়েছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ন্যায় স্থানীয় কেন্দ্র থেকেও লাইব্রেরি, ইন্টারনেট ও অডিও-ভিডিও সুবিধা পেতে বিশেষ আগ্রহী। বাউবির শিক্ষার্থীদের মতে জাতীয় অর্থনীতি ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনার অফিস যেমন দেশ পরিচালনা করছে, তেমনি বাউবির স্থানীয় কেন্দ্রগুলো জেলা প্রশাসনের ন্যায় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো বিভাগীয় কমিশনার অফিসের ন্যায় ভূমিকা করতে পারে। বাউবির শিক্ষাসেবাকে আরও সহজতর ও হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গণমানুষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় কেন্দ্রগুলোকে আরও গতিশীল করার দাবি রয়েছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের দাবি সঠিক সময়ে বই সরবরাহ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে ক্লাস, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হলে বাউবি আরও প্রশংসিত হবে। স্টাডি সেন্টারের সমন্বয়কারী ও টিউটররা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের নিয়োগপত্র, সম্মানীসহ প্রাপ্য সুবিধাগুলো কাছের অফিস থেকে পেতে আগ্রহী। এটা সম্ভব হলে বাউবির গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাউবির তৃণমূল পর্যায়ের অফিসগুলো সরেজমিনে অবহেলিত। অথচ বাউবির মোট আয়ের প্রধান অংশ আসে মাঠপর্যায়ের অফিসগুলো থেকে। বর্তমানে স্টাডি সেন্টারের সংখ্যা প্রায় তেরশ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় চারলাখ, যা মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোর নিরলস পরিশ্রমের ফসল। বাংলাদেশের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে মানসম্পন্ন উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমরাই মনে করেন, বাউবির আয়ের উৎস বাড়ানোর লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের পথক মতবিনিময় প্রয়োজন। বাউবি একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও সারাদেশজুড়ে এর অফিস থাকায় সরকারের অন্যান্য সেক্টরের অফিস-আদালতের মতো মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হয়। তাই, বাউবির ভাবমূর্তি রক্ষার্থে মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ভালো লেখাপড়া জানা কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকা প্রয়োজন। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ওপর বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা লাভের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা রয়েছে। বাউবি নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হলেও নকল ও সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষার ন্যায় স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততা পরীক্ষার সময়ে জোরদার করা প্রয়োজন। বাউবির নাগরিকদের মান সরকার সমমান করেছে। এ জন্য পরীক্ষা পরিদর্শনকারীদের বাউবির পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল না হয়ে অন্যান্য সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মতোই দেখা উচিত।

বাউবির বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. এমএ মান্নান যোগদানের পর বাউবির শিক্ষাকার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাউবি একটি পরিবার। ভিসি এ পরিবারের দরদেতা। প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বাউবি পরিচালনায় ভিসিকে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। তাদের যুগপৎ নেতৃত্বে বাউবির নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে বাউবি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বাউবি পরিবারের সদস্য হিসেবে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার প্রয়োজন রয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রয়াস থাকলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

বাউবি মূলত মিডিয়াভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়। বাউবির রয়েছে একটি অত্যাধুনিক মিডিয়া সেন্টার, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের যে কোন জায়গায় বসে শিক্ষাসেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। বাউবি ইতোমধ্যে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে প্রবেশ করেছে। ফলে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে। অডিও-ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের এক প্রান্ত থেকে একজন প্রশ্ন করলে অপর প্রান্ত থেকে আরেকজন উত্তর দিতে পারবেন। কোরিয়ার সাহায্য সংস্থা কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির সহযোগিতায় চালু করা হচ্ছে দূরশিক্ষণে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ই-লার্নিং। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গাজীপুরে প্রধান কার্যালয় ও দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ঢাকা ও ময়মনসিংহে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলে পাল্টে গেছে শিক্ষার ধরন। শিক্ষার্থীরা জায়গায় বসে যাতে মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষাসেবা পেতে পারে, এজন্য মোবাইলের মেমোরি কার্ডে সেসন-লেকচার লোড করা থাকবে। চালু করা হবে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে পরীক্ষার রেজাল্ট, মোবাইলের মেসেজের মাধ্যমে পাওয়া যাবে অনুশীলনী পাঠদানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। সব পুস্তক হবে ইন্টারনেটভিত্তিক। তৈরি হচ্ছে ই-লার্নিং বুক। স্থাপন করা হবে বিজ্ঞান গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ সেন্টার, কৃষি খামার।

শিক্ষার্থীদের জন্য বাউবির একটি বিশেষত্ব রয়েছে। বাউবির কোন পরীক্ষার্থী একবার যে বিষয়ে পাস করে পরবর্তীতে তাকে আর দ্বিতীয়বার সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় না। এটি একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এই সুযোগ দেশের অন্য কোন শিক্ষাবোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। বাউবি সব শিক্ষার্থীকে বই-পাঠ সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। অন্যান্য বোর্ডের পাঠ্যসূচির ন্যায় বাউবিও একই পাঠ্যসূচি অনুসরণ করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বইগুলো মডিউলার পদ্ধতিতে এমনভাবে সরল-সহজ করে লেখা, যা একবার পড়লেই শিক্ষার্থী অনায়াসে বুঝতে পারেন। নিজে নিজে প্রশ্ন করে উত্তর পেতে সক্ষম হন। মুখস্থের প্রয়োজন হয় না এবং প্রয়োজন হয় না কোন শিক্ষকেরও। বাউবির শিক্ষা দর্শন হলো The book itself is the teacher অর্থাৎ বইটিই শিক্ষক। তারপরও শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবইয়ের কোন অনুশীলনী কঠিন মনে হলে টিউটোরিয়াল ক্লাস থেকে তা বুঝে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে রচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা নিয়মিত পাঠদান করা হয়।

বাউবির রয়েছে কমনওয়েলথ প্রোগ্রামসহ ২৩টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেয়া হয়। যাতে করে চাকরিজীবী শিক্ষার্থীরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বাউবির অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলো দেশের প্রয়োজন ও উন্নয়ন কর্মধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দারিদ্র্যবিমোচন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি, গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসূচি বৃদ্ধি, পূরবধূর সচেতনতা বাড়ানো, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন-এসব বিষয়কে সামনে রেখেই কোর্স ও প্রোগ্রামগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামগঞ্জসহ বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থানরত বেকার যুবক-যুবতীদের বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এগিয়ে নেয়ার জন্য কৃষি, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল শিশু পরিচর্যা, সেচ, ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, খাদ্য তৈরি, বনায়ন এসব বিষয়ে রেডিও, টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য কোন টাকা-পয়সা দিতে হয় না।

বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বাউবির পাঠ প্রচার অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন ৪০ মিনিট করে সপ্তাহে ছয় দিন বিটিভিতে এবং প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে রেডিওর মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। বিটিভির সংসদ চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতে আরও টেলিভিশনের পাঠ সুবিধা দেয়া যায় এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাউবি কর্তৃপক্ষ ও বিটিভি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারের এফএম চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠ প্রচার চালু হয়েছে। ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে বাউবির পাঠদানের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে বসে শিক্ষাসেবা গ্রহণ করতে পারবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার বিকল্প নেই। আমাদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও সর্বস্তরে বা সর্বশ্রেণীর জন্য শিক্ষাকার্যক্রম চালু করতে পারেনি। বাউবি এ ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার। সমাজের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর জন্য পাঠ উপযোগী শিক্ষাকার্যক্রম বাউবি চালু করেছে। বাউবি বাস্তবভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সব নাগরিককে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বাউবির একুশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাউবি আরও এগিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা সবার।

[লেখক : গবেষক, সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, বাউবি।]